যুগান্তর

তারিখ 03 MAR 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

জবিতে অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা : প্রতিবাদে চেয়ারম্যানের পদত্যাগ

জবি প্রতিনিধি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগে অবৈধভাবে এক শিক্ষক নিয়োগ দিতে চাওয়ার প্রতিবাদে বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একেএম মনিরুজ্জামান পদত্যাগ করেছেন। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে তিনি ওই পদত্যাগপত্র জমা দেন। পদত্যাগপত্রে তিনি ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করলেও এর নেপথ্যে অবৈধ শিক্ষক নিয়োগের ঘটনা জড়িত আছে বলে প্রশাসনের কয়েকজন নিশ্চিত করেছেন। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ নিয়োগ বাণিজ্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার পরও প্রশাসন তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্য চরম আকার ধারণ করেছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে স্বল্প মেধাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে বলে অভিমত দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছিল। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় শুরু থেকেই অনিয়ম চলছিল। অভিযোগ পাওয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রলীগ কর্মীকে ওই বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা প্রশাসনের ওপর চাপ প্রয়োগ করে আসছিল। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মিটিংয়ে ওই ছাত্রলীগ কর্মীকে এডহকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে— এমন কথা শুনে ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একেএম মনিরুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, তিনি এখন পর্যন্ত কোন পদত্যাগপত্র পাননি। পেলে বিবেচনা করে দেখবেন। তবে মনিরুজ্জামান বলেন, বৃহস্পতিবার দুপুরেই তিনি ভিসির কার্যালয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান বলেন, বৃহস্পতিবারের সিন্ডিকেট মিটিংয়ে কাউকে এডহকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। উল্লেখ্য, এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ওই বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদের বিরুদ্ধে ৩০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে কলা অনুষদের ডিন নিয়োগ দেন। এ নিয়ে যুগান্তরে ধারাবাহিকভাবে অনুসন্ধানী সংবাদ প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল অদুদ সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদককে মোবাইল ফোনে এসএমএস পাঠিয়ে টাকার প্রলোভন ও প্রাণনাশের হুমকি দেন।